বাঁচার জন্য শিক্ষা চাই ঃ সকলের অংশগ্রহণ চাই

আফতাব চৌধুরী

দেশের একদিকে চলছে কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের প্রয়াস, অন্যদিকে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের লক্ষ লক্ষ শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। তাদের কাছে খাতা, বই, শ্লেট, পেনসিল নেই। নেই শিক্ষার পরিবেশ। কেন এ আর্থিক এবং সামাজিক বৈষম্য? এর কি কোনও সমাধান নেই? আমরা যারা এ সমাজেরই অঙ্গ, আমাদের কি এ বৈষম্য দূরীকরণের জন্য কিছু করার নেই? শুধু মূক দর্শকের ভূমিকাই কি আমরা পালন করব?

দারিদ্র্য এবং বৈষম্য আগামী দিনে আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে যদি এখনও আমরা সচেতন না হই। এক বিস্তর সীমাহীন দূরত্ব তৈরী হচ্ছে 'হেভস' এবং 'হেভনটস'দের মধ্যে। আজ যারা দরিদ্র, তাদের যদি শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রাখা হয় তবে তাদের আগামী প্রজন্ম একইভাবে দরিদ্রের সংখ্যা বাড়িয়েই চলবে। দারিদ্র্য দূরীকরণের কোনও ম্যাজিক বাতি কারও কাছে নেই, একদিনে তা দূর করা সম্ভবও নয়, তবু চেষ্টা তো করতেই হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে আজ আমাদের দেশে প্রয়োজন এমন ক'জন মানুষ যারা নিঃস্বার্থভাবে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে পারেন দেশের কোণে কোণে। তেমন শিক্ষাব্রতী আমাদের এদেশে কি নেই?

মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা নিজ নিজ অভিবাবকদের নির্দেশ মত চলতে বাধ্য, তাই তাদের জন্য শিক্ষাগ্রহণ খাওয়া-পরার মতই দৈনন্দিন একটা ব্যাপার। কিন্তু দারিদ্র্যসীমার নীচে যাদের বাস তাদের কথা ভাবতে হবে। তাদের ছেলেমেয়েরাও তো মানুষ, তাদের ভিতরেও তো লুকিয়ে থাকে বহু প্রতিভা, তাদেরও তো সাধ-আহলাদ থাকে, সুন্দর জীবন কাটানোর ইচ্ছা থাকে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় জীবন নানাভাবে শোষণ, অত্যাচার-অবিচারে পীড়িত। তার কারণ কি? কারণ সমান সুযোগের অভাব। ওদের কাছে জীবনধারণের একটাই উদ্দেশ্য, তা হল দু'বেলা পেটের ভাত জোটানো। তাতেও কি তারা সম্পূর্ণ সফল? শিক্ষার জ্যোতি ছড়িয়ে দেয়ার এ মহা কর্মকাণ্ডে আমাদের কি কিছুই করার নেই? মূক দর্শকের ভূমিকা ভুলে আমরাও কি কিছু করতে পারি না? 'ইফ ইউ কেন নট ডু গ্রেট থিংস, ডু স্মল থিংস উইথ গ্রেটনেস' এ কথা স্মরণ করে আমরা কি পারি না এ মহা কাণ্ডে একটি ক্ষুদ্র মোমের আলো জ্বালাতে?

দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে শিক্ষিত জনগণ যদি স্বেচ্ছায় এ মহৎ কাজে নিজেকে নিয়োগ করেন, তবে নিঃসন্দেহে আগামী দশ বৎসরের মধ্যেই দেশের অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব। শুধু আমাদের দিতে হবে একটু সময়, একটু স্নেহ, একটু উৎসাহ এবং হতে হবে আমাদের সংগঠিত। মনে রাখতে হবে, একজন মানুষের প্রতি পদক্ষেপেই দরকার আরেকজন মানুষের সহযোগিতা। একসঙ্গে সারাদেশের কথা না ভেবে অন্তত আমাদের নিজ নিজ এলাকায় ক'জন দরিদ্র শিশু ও বালক-বালিকাকে সংগঠিত করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেও তো আমরা পারি! স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ৩০টি বছর কেটে গেল, আর আমাদের পক্ষে পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জন করা সম্ভব হল না, এ বড় লজ্জার বিষয়। সরকার, বেসরকারী সংস্থা সবাই নিরক্ষতা দূরীকরণের চেষ্টায় এতটা বছর তবে কী করে কাটিয়ে দিল? এ প্রশ্ন অনেকের। যতদিন না জনগণ এগিয়ে আসবে, এ সমস্যার সমাধান বোধহয় সম্ভব হবে না। শিক্ষাবিদ, শিক্ষিত নাগরিক, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই মিলে যদি শিক্ষাদানের মহৎ কাজে এগিয়ে আসেন তবে নিশ্চিত ছোট এক একটি এলাকাকে পূর্ণ সাক্ষরতাপ্রাপ্ত এলাকার মর্যাদা প্রদান করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

শিক্ষাদানের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে যদিও আমাদের নিঃস্বার্থভাবেই এগিয়ে আসতে হবে, তবে এটাও মনে রাখা উচিত যে, শিক্ষার বিস্তার অদূর ভবিষ্যতে আমাদের বহু স্বার্থই পূরণ করবে। কারণ শিক্ষাহীনতার সঙ্গে জড়িত ভয়াবহ সমস্যাগুলোও শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আসবে। সমাজ কুসংস্কারমুক্ত হবে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমবে, জীবিকার নতুন নতুন পথ খুঁজে পাওয়া যাবে এবং আশা করা যায় সুন্দর-সচ্ছল এবং সুক্ষ্ম সমাজের ভিত স্থাপিত হবে।

আমরা আজ ব্যস্ত শুধুই নিজেদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়তে, আমাদের লক্ষ্য উচ্চ শিক্ষা দেয়া_আমরা ব্যস্ত গাড়ী-বাড়ী তৈরী করতে। কিন্তু একবার কি আমরা ভেবে দেখেছি, আগামী প্রজন্ম বসবাস করবে কাদের সঙ্গে? ওদের চারদিকে যদি ভিড় করে থাকে অসংখ্য নিরক্ষর-নিরন্ন জনগণ, তবে ওদের জীবনেও সামাজিক সমস্যাজনিত ভয়াবহ পরিস্থিতি ধেয়ে আসবে। সমাজ তো কখনওই মুষ্টিমেয় ক'জনের আধিপত্যে থাকে না, সমাজ গড়ে ওঠে নানা স্তরের জনগণ নিয়েই। কাজেই নিজ স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও যদি ভাবা যায়, সেখানেও সাধারণ জনগণকে শিক্ষার আলো দেখানোর ব্যাপারটাকে কম গুরুত্ব দেয়া যায় না।

শিক্ষাই মানুষকে সঠিক চিন্তা করতে শিখায়, জীবনকে সুন্দর করতে শিখায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুই অর্থ উপার্জন নয়। আমাদের দেশে শত শত জ্ঞানী-গুণী আছেন। এ বাংলা ভূমি কলা ও সংস্কৃতির জন্য বিশ্ব বিখ্যাত। আমাদের অপার সম্পদ আছে। বহু গ্রন্থভাণ্ডার আছে। সেগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে জীবনকে সুন্দর করে বাঁচার বহু উপায়। কিন্তু আমাদের ১৩ কোটি জনসংখ্যার যখন ৬০ শতাংশই নিরক্ষর, ওদের পক্ষে কি করে সম্ভব সে গ্রন্থভাণ্ডার থেকে জীবনীশক্তি গ্রহণ করা? মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত সমাজ শুধুই নিজেদের সন্তানের ওপর নজর রাখছে, কিন্তু সে সন্তানরা যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে নিজ নিজ চাকরি ক্ষেত্রে চলে যায়, তখন মা-বাবারা বৃদ্ধ বয়সে কি নিজেদের খুবই একা মনে করেন না? তাই শুরু থেকেই যদি নিজেদের সন্তানদের সঙ্গে আরও একটুখানি পরিশ্রম করে আরও ক'জনকে শিক্ষা দেয়া যায়, সেটা সবার জন্যই উপকারের কারণ হবে।

সংগঠিতভাবে শিক্ষার প্রয়াস যেমন ছাত্র-ছাত্রীর উপকার করবে, তেমনি তা শিক্ষাদাতাদেরও মানসিক বল এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। সমাজে ঐক্য স্থাপনেও তা সাহায্য করবে এবং একজনকে আরেকজনের কাছে টেনে আনবে। এভাবে আমরা সবার সুখ-দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হতে পারব, আমাদের মধ্যে গড়ে উঠবে আন্তরিকতা, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব।